রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৪, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন ১৪২৭/০৩ মার্চ ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.০৫৭—সিকদার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব জয়নুল হক সিকদার গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

২। জনাব জয়নুল হক সিকদারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৯ ফাল্গুন ১৪২৭/২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ০৯ ফাল্গুন ১৪২৭ / ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১

সিকদার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব জয়নুল হক সিকদার গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

জনাব জয়নুল হক সিকদার ১৯৩০ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের আসামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় পরিবারসহ বাংলাদেশে চলে আসেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী জনাব জয়নুল হক সিকদার প্রায় একযুগ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। চাকুরি জীবন ছেড়ে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার অন্যতম অংশীদার হিসাবে সুদীর্ঘ সাত দশকের বেশি সময় দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, পর্যটন, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন খাতে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। দেশের মানুষের কর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে 'সিকদার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ'- প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর ব্যবসার সম্প্রসারণ করেন। তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানও ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি জনাব জয়নুল হক সিকদারের ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। তিনি ১৯৪৫ সাল হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে তাঁর পাশে থেকেছেন। বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের চারদিন পর ১৯ আগস্ট তিনি রায়েরবাজারে কুলখানির আয়োজন করেন। এজন্য তৎকালীন সরকার তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করে, এমনকি জেলও খাটতে হয়।

ব্যক্তিজীবনে জনাব জয়নুল হক সিকদার ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল। তাঁর মৃত্যুতে দেশ বেসরকারি খাতের উন্নয়নের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্বকে হারাল।

মন্ত্রিসভা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব জয়নুল হক সিকদারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd